দৈনিক সংবাদ

AUG. 24 1999

চিঠিপত্র

সম্পাদক দায়ী নন

প্রসঙ্গ ঃ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গত ৩০শে জুলাই তারিখে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় পাতায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনিরুদ্ধ মহোদয়ের "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কিছু উন্মুক্ত কথা" শিরোনামে নিবন্ধটি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অতপর এ নিবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ ২রা আগস্ট বাউবির শিক্ষক সমিতি ও বাউবির ডিনস্ কমিটি এবং ৪ঠা আগস্ট কর্মচারী সমিতির চিঠিগুলোও আমি পড়েছি। পরিশেষে ৯ই আগস্ট-এর বাউবির রেজিস্ট্রার সাহেবের প্রতিবাদ নিবন্ধটিও আমি ভালভাবে পড়েছি। আমি অনিরুদ্ধ সাহবের মত একজন বিখ্যাত কলামিস্ট নই। তবে মাঝে মাঝে সংবাদের চিঠিপত্র বিভাগে লিখে থাকি।

অনিরুদ্ধ মহোদয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলো দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে, এক লাখ টাকার বীমা, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, উপাচার্য সাহেবের বিদেশ গমনের ছুটি, উপাচার্যের ব্যবহারের জন্য গাড়ি, বাসভবন ইত্যাদি নানাদিকের দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। তবে এগুলো সত্যি কি মিথ্যা সে বিষয়ে আমার আলোচনা নয়। আমার বক্তব্য একটু অন্য প্রসঙ্গে, আর তাহলো যদি দেশের মানুষের শিক্ষার দাবিকে সামনে রেখে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়ে থাকে তবে এসএসসি ও এইচএসসি কোর্স চালু করতে গিয়ে বিভিন্ন বোর্ডের অধীনে প্রাইভেট পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হলো কেন? আসলে এ কোর্স ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রাইভেট পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়ে বাউবি-এর অধীনে দুই বছর মেয়াদি কোর্স করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উচ্চমূল্যে বই বিক্রি করে অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অর্থ হাতানোর জন্য সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অল্প আয়ের চাকরিজীবী, খেটে খাওয়া মানুষ এবং অন্যান্য ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা এত টাকা পাবে কোথায়? তাই এ কোর্সগুলো তেমন সফল হতে পারেনি। তবে বিত্তবানরা সাড়া দিয়েছে মোটামুটি। বিশেষ করে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের গৃহিনীরাই লাভবান হচ্ছে। স্বল্প আয়কারীদের পড়াশোনা করার বিকল্প ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ শিক্ষার প্রসারের জন্য নানামুখী ব্যবস্থা করা উচিত। ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলকে লেখা পড়া করতেই হবে। আর সে কাজ সটিকভাবে করার জন্য বিভিন্নমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যাতে বেকার, বখাটে, অন্ধ, বোবা, কালা কেহই পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না হয়।

আমার মতে এ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের উদ্যোগে প্রোগ্রাম চালু করার চেয়ে পূর্বের তৈরি প্রোগ্রামের উপর চেপে বসেছে। যেমন বিএড কোর্স, কৃষি ডিপ্লোমা ইত্যাদি। বি এড কোর্সেও ঐ একই পদ্ধতিতে বই বিক্রির ব্যবসা এবং শিক্ষার্থীদেরকে হয়রানি। এমনকি একথাও প্রচলিত আছে যে, প্রথম সেমিস্টার (ছয় মাস)-এ পাস করে দিয়ে পরবর্তী সেমিস্টারগুলোতে ইচ্ছা করে ফেল করিয়ে দেয়া হয়। আমার এমন একজন বন্ধু ভাল পরীক্ষা দিয়েও ২য় সেমিস্টারে ফেল করেছিল। তার পর আবার পারটটাইম শিক্ষকদের অবহেলা, দৌরাত্ম্য এবং আজেবাজে কথাবার্তায় শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড বিরক্ত।

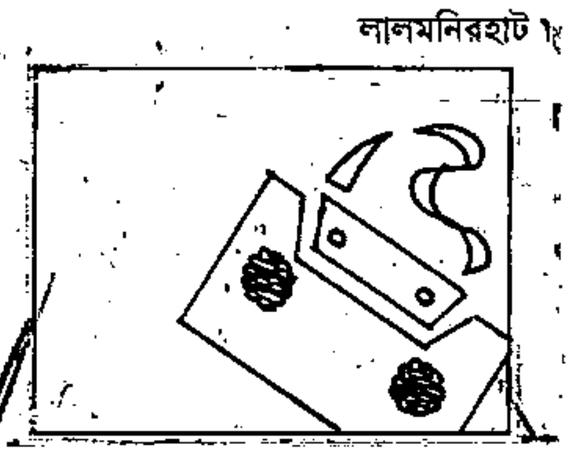

আজ বাংলাদেশে প্রায় সকল পরীক্ষায় গণটুকাটুকি ব্যাপক হারে চলছে। তবে অন্যান্য পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় গণটুকাটুকি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যা বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ শিক্ষকগণ পারটটাইম কাজ করেন। তারা কখনও চান না তাদের সেন্টারে কম শিক্ষার্থী পাস করুক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সকে বাউবিতে নিয়ে। কারণ সরাসরি (আনুষ্ঠানিক) কোর্সটি এতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের কাজ কমে গেছে। অপরপক্ষে শিক্ষার্থীরা কিছুই শিখছে না, শুধু নকল করে পাস করে যাচ্ছে প্রত্যেকটি সেমিস্টার।

তাই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক অনিরুদ্ধ মহোদয় যা তুলে ধরেছেন এবং আমি যা তুলে ধরলাম সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ ও তদন্ত করে এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করার জন্য এবং এসএসসি ও এইচএসসি প্রাইভেট পরীক্ষা চালু করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তম প্রাপ্তি
লালমনিরহাট